তারিখ 13 AUG 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

যুগান্তর

বাগেরহাটে শিক্ষকদের ক্রসফায়ারের হুমকি দিয়ে প্রতারণা

বাগেরহাট ও মংলা প্রতিনিধি

বাগেরহাটে আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে উড়ো ফোনে কথিত জঙ্গি তালিকায় নাম ও ক্রসফায়ারের ভয় দেখিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষকদের সঙ্গে প্রতারণা করছে একটি চাঁদাবাজ চক্র। এ চক্রটি পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের পরিচয় দিয়ে মাদ্রসা সুপার ও শিক্ষকদের বিভিন্ন নম্বর থেকে দফায় দফায় ফোন করে ভয় দেখিয়ে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছে। বাগেরহাটের ফকিরহাট, মোল্লাহাট ও মংলা উপজেলার মাদ্রাসা শিক্ষকদের কাছে এমন উড়ো ফোন আসছে বলে বিভিন্ন মাদ্রাসাপ্রধান ও জেলা গোয়েন্দা পুলিশ নিশ্চিত করেছেন। এমন উড়ো ফোনে জেলার মাদ্রাসা শিক্ষকদের মধ্যে দেখা দিয়ে আতঙ্ক। এমন ফোন পেয়ে শিক্ষকদের কেউ কেউ ছুটে গেছেন জেলা ডিবি পুলিশের কার্যালয়, আবার কেউ কেউ গেছেন স্থানীয় থানা পুলিশের কাছে। পুলিশ জানায়, মংলা পৌর শহরতলীর আরাজী মাকোড়োন দাখিল মাদ্রাসা সুপার মো. মনিরুজ্জামানকে সোমবার বিকাল ৩টায় পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের এসআই আলতাফ পরিচয় দিয়ে ০১৮৫৯১৬৬৪৩০ নম্বর থেকে ফোন করা হয়। এ সময় ওই মাদ্রাসা সুপারকে বলা হয়, 'জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার জঙ্গি তালিকায় আপনার নাম রয়েছে। ইচ্ছে করলে আপনি এ তালিকা থেকে নিজের নাম কাটাতে পারেন। কিছুক্ষণ পর আমার স্যার আপনাকে ফোন করবে তাকে রাজি-খুশি করাতে পারলে আপনার নাম কাটানো সম্ভব হবে। এরপর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের তদন্তকারী কর্মকর্তা দাবি করে মিজানুর রহমান নামে এক ব্যক্তি সন্ধ্যা ৭টা ২৫ মিনিটে ০১৬১১১০৯৭৪২ নম্বর থেকে মাদ্রাসা সুপার মো. মনিরুজ্জামানকে ফোন করেন। এ সময় গোয়েন্দা পুলিশের কর্মকর্তা পরিচয় দিয়ে বলেন, আপনি মাদ্রাসা সুপার ওমুক? জ্বি, স্যার বলতে তিনি বলেন, বিকালে আমার অফিস থেকে আপনাকে ফোন করা হয়েছিল এবং আপনি নিশ্চয় সবকিছু শুনে নিয়েছেন! এখন জঙ্গি তালিকার লিস্ট আমার টেবিলে, এ তালিকা ধরেই ক্রসফায়ার দেয়া হবে। আর আপনি যদি এ তালিকা থেকে নাম কাটাতে চান তাহলে কিছু খরচা আছে, আর এজন্য আপনাকে জেলা সদরে এসে আমার সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে হবে। এ কথা বলেই ফোন কেটে দেয়া হয়। একইভাবে মংলার কোরবান আলী মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মো. গোলাম মোস্তফা, চাঁদপাই পীর মোছের শাহ্ দাখিল মাদ্রাসার সুপার মাওলানা মো. হুমায়ন কবির, দক্ষিণ চিলা মাদ্রাসা সুপার মাওলানা নওশের আলী, কচুবুনিয়ার দারুস সুন্নাত দাখিল মাদ্রাসার সুপার মাওলানা কবির হোসেনসহ আরও অনেক মাদ্রাসা শিক্ষককে একই নম্বর থেকে ফোন করেন পুলিশের গোয়েন্দা শাখার কর্মকর্তা পরিচয়দানকারী ওই দুই প্রতারক। এ ঘটনায় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মাদ্রাসা শিক্ষকরা থানায় সাধারণ ডায়েরি করেন। বাগেরহাট পুলিশ সুপার পংকজ চন্দ্র রায় বলেন, এ প্রতারক চক্রের কললিস্ট সংগ্রহসহ গোয়েন্দা পুলিশ তাদের গতিবিধির ওপর নজরদারি করছে। এছাড়া প্রতারক চক্রের কাছ থেকে ফোন পেলে সংশ্লিষ্ট থানা অথবা সরাসরি পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে যোগাযোগ করার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষকদের পরামর্শ দেয়া হয়েছে।